|  |
| --- |
| **নির্বাচন কমিশন সচিবালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধান ও আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করে যাচ্ছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের অবদান অনস্বীকার্য।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের ম্যান্ডেট:** রাষ্ট্র ব্যবস্থার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর পূর্বশর্ত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ। নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা, প্রচারণা, ভোটগ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ, নীতিগত নির্দেশনা প্রদান, অভিযোগ যাচাই-বাছাই এবং তা নিষ্পন্ন করাও নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। সামগ্রিক এ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার অর্ধেক হিসেবে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি দৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যকর করা কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।

**২.০ নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হল রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপশি নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অংশে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এর 32.8 অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার নীতি নির্দেশিত হয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট। জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকার কাঠামোতেও নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এসব আসনে ভোটার তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন আয়োজন করে। এর পাশাপাশি ভোট প্রদানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচনি আইন ও বিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান, ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

* জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ অনুসরণের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজন করছে।
* রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইন/বিধিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে সকল রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে শতকরা ৩৩ ভাগ নারী প্রতিনিধিত্বের বিধান রাখা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে নির্বাচন কমিশনের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ:** নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে যার বিপরীতে মোট ১৪টি কার্যক্রম রয়েছে। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ হল নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের দৃঢ় আস্থা এবং কমিশনের কার্যক্রমের যুগোপযোগীকরণ; সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ ও হালনাগাদকরণ; অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন; গণতান্ত্রিক চর্চাকে সমর্থন। এই কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় নির্বাচন কমিশনের বিদ্যমান ১৪টি কার্যক্রমের মধ্যে ৮টি কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্য সেবা প্রদান, সেবার মান উন্নয়ন তথা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে দৃঢ়তার সাথে কাজ করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম; নির্বাচনী আইন-বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার; ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ এবং প্রবাসী নাগরিকসহ যোগ্য নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তকরণ; জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) প্রস্তুত, বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদান; নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সময়সূচি ঘোষণা, ভোট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, ভোট গ্রহণ, নির্বাচনী ফলাফল প্রস্তুত, প্রচার ও প্রকাশ; ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তদের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ভোটগ্রহণ/ পরিচালনা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান; নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সংলাপ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন।

**4.০ নির্বাচন কমিশনের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্র.নং** | **অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা | শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুশাসন এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সকল স্তরের জনগণের, বিশেষত: প্রান্তিক ও পশ্চাদপদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে। যার ফলশ্রুতিতে নির্বাচনি অঙ্গীকারে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্ব পাচ্ছে। ২০১৮ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫০ টি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ভোট গ্রহণকৃত আসনসমূহের ২৯ টিতে নারী প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। |
| ২. | ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ ও ভোটার ডাটাবেইজ সঠিকভাবে সংরক্ষণ | নারীর মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ভোটার তালিকায় তাঁর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নারী তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত করতে পারে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নারী তাঁর সম-অধিকার মূর্ত করে তোলেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজের ভূমিকা রাখেন এবং একজন মূল্যবান নাগরিক হিসেবে জাতীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেন। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ করা হয়েছে যার মধ্যে অর্ধেকই নারী। |
| ৩. | নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার | নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নির্বিঘ্নে কার্য সম্পাদন করতে সহায়তা করবে। ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং অধিক নারী জনপ্রতিনিধিত্বের ফলে সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম্পৃক্ততা ও ক্ষমতায়ন বাড়বে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সকল ভোটার তালিকার সাথে নারী ভোটারদের তালিকাও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে, এতে নারী ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ৪. | প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি | প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নারী অধিকার সংরক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। |

**5.০ নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ নির্বাচন কমিশন/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে অন্তত: একজন নারীকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২ এ ৬ সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটির বিধান করা হয়েছে। এতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে একজন নারী সদস্য মনোনয়নের বিধান করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অফিসসমূহে মোট ২৪৯৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন, তন্মধ্যে ২০ শতাংশ নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছেন;
* নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তথা জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম, ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ; জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) প্রস্তুত ও বিতরণ; নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সময়সূচি ঘোষণা, ভোট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা- ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে ৯৯৮১৮ জন প্রার্থী এবং সংরক্ষিত আসনে ৩১৭৪৪ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রায় ২ কোটি নারী ভোটার এবং প্রায় ৪ কোটি পুরুষ ভোটার এ নির্বাচনে ভোট প্রদানে অংশ নেন।

**৫.২ নির্বাচন কমিশনের মোট বাজেট নারীর অংশগ্রহণ:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে নির্বাচন কমিশনের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি:**

| **ক্র. নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা | ব্যাপক ইতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে, নারী ভোটারদের জন্য নারী ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করে ছবিসহ ভোটার তালিকায় যোগ্য সব নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ১১.৮৮ কোটি ভোটারের মধ্যে অর্ধেক হলো নারী। ডাটাবেজে তথ্য সংরক্ষণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। |
| 2 | নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; | একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে UNDP-এর সহায়তায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘Support to Bangladesh Parliamentary Elections-SBPE’ প্রকল্পের আওতায় নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ‘Multi-stakeholder consultation on women participation in elections’ শীর্ষক event এবং বিভাগীয় পর্যায়ে Gender and Election capacity buildings BRIDGE workshop আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ৬টিPublic Service Announcements (PSAs) প্রচার করা হয়েছে। |
| 3 | রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা | রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশনের সময় এ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হচ্ছে। |
| 4 | নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা | দেশব্যাপী Public outreach/ Awareness-raising event আয়োজনের মাধ্যমে নির্বাচনে অধিক হারে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদানের জন্য রাজনৈতিক দলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। |
| 5 | নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। | নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং একই সাথে ভোট প্রদান বিশেষ করে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট প্রদান সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ‌নারী ভোটারগণও অংশগ্রহণ করেছেন। |
| 6 | রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। | নির্বাচন কমিশন রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। বিভিন্ন অংশীজনের সাথে এ বিষয়ে ২১টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। |

**6.২** **নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:** সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ১১টি, পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ২৯২টি, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন ২১৯টি, উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ৪৮৯টি, এবং জেলা পরিষদের উপনির্বাচন ৪৫টি নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রাপ্ত বয়স্কনারীদের ভোটার হিসাবে নিবন্ধন ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় অজুহাত;

খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলাদের অসচেতনতা;

গ) অবিবাহিত, অনগ্রসর ও নিরক্ষর মেয়েদের ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে কম আগ্রহ;

ঘ) নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে জন্ম নিবন্ধন সনদ সংগ্রহে অনীহা।

**8.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ:** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এর অভীষ্ট হল বহুত্ববাদী গণতন্ত্র। এজন্য প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আস্থাশীলতা। এ লক্ষ্য আর্জনে গৃহীত ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উদ্দেশ্যসমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য শতভাগ নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নারীদের ভোট প্রদানে উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা অব্যাহত রাখা এবং নির্বাচনে নারীর ভোটার ও প্রার্থী হিসাবে পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

* রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
* নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
* রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
* নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
* নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
* হালনাগাদ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ।